শাফায়াত

আবদুস শহীদ নাসিম

শাফায়াত

আবদুস শহীদ নাসিম

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

ISBN : 978-984-645-077-4

শাফায়াত, আবদুস শহীদ নাসিম, প্রকাশক : বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি। পরিবেশক : শতাব্দী প্রকাশনী ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা। ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬। প্রথম প্রকাশ : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঈসায়ী। কম্পোজ : SAAMRA Computers. মুদ্রণ : নিটোল প্রিন্ট, আরামবাগ, ঢাকা।

দাম : ২৫.০০ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

বিষয় | সূচিপত্র | পৃ.

০১. শাফায়াতের অর্থ ও মর্মকথা	৩
০২. অলিদের ইবাদত করা হয় এবং আল্লাহর শরিক বানানো হয়	৪
০৩. বাংলাদেশে অলি ও সুপারিশকারী ধরার প্রচলন	৫
০৪. উসিলা ধরার বিভ্রান্তি	৬
০৫. শাফাতের সঠিক ধারণা	৭
০৬. শাফায়াত কোথায় করা হবে?	৯
০৭. শাফায়াত সংক্রান্ত শিরকি আকিদা বিশ্বাস	৯
০৮. হাশরের দিন আল্লাহ ছাড়া কোনো অলি এবং শাফায়াতকারী থাকবেনা	১১
০৯. বহুত্ববাদী, যালিম ও অপরাধীদের জন্যে কোনো শাফায়াত নেই	১২
১০. শাফায়াত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারে	১৩
১১. শাফায়াতের আশায় যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরিক করা হয়	১৩
১২. আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা	১৫
১৩. শাফায়াতের জন্যে অপরিহার্য শর্তাবলী	১৫
১৪. অপরাধীদেরকে নবী রসূলগণও রক্ষা করতে পারবে না	১৯
১৫. যাদেরকে শাফায়াতকারী ধরা হয়েছিল, তারা সব উধাও হয়ে যাবে	২১
১৬. যারা শিরক করে তারা শাফায়াত লাভ করবে না	২২
১৭. শাফায়াত লাভ করবে শুধুমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসীরা	২২
১৮. হাশর ময়দানে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. শাফায়াত করবেন	২৩
১৯. শিরক করেনি এমন ঈমান থাকা পাপীরা আযাবের পর নাজাত পাবে	৩১
২০. আলোচনার সারকথা	৩৯

এই পুস্তকটি মূলত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ৪৫তম সুধী সমাবেশে লেখক প্রদত্ত ভাষণ। - প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাফায়াত

১. শাফায়াতের অর্থ ও মর্মকথা

শাফায়াত (شَفَاعَة) আরবি শব্দ। شَفَاعَة মানে- সুপারিশ, অনুরোধ মধ্যস্থতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ও পক্ষ সমর্থন। شَفَاعَة এর কর্তা বিশেষ্য হলো شَفِيْع এবং شَافِعْ। এর অর্থ: সুপারিশকারী, মধ্যস্থতাকারী, পক্ষসমর্থনকারী, পৃষ্ঠপোষক।

এটি একটি পরিভাষা হিসেবে আরবে প্রচলিত ছিলো। সেই পরিভাষাটি কুরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের সমাজে শাফায়াত একটি ভ্রান্ত আকিদা, একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও একটি ভ্রান্ত মতবাদ হিসেবে প্রচলিত।

এই মতবাদের সারকথা হলো, আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী একদল লোক এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে পাপী, গুনাহ্গার, আল্লাহ্র সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক নেই, বা তার পক্ষে সরাসরি আল্লাহর নৈকট্যে পৌছা, বা তার প্রার্থনা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌছানো সম্ভব নয়। তার পাপের কারণে বা অক্ষমতার কারণে আল্লাহ্ তার প্রার্থনা শুনবেন না, বা গ্রহণ করবেন না।

সুতরাং আল্লাহ্র নিকট থেকে তার চাওয়া পাওয়া আদায় করে দেয়ার জন্যে, কিংবা তার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়ার জন্যে, বা তার পাপ মোচন করিয়ে নেয়ার জন্যে, অথবা আল্লাহ্র নিকট তাকে পৌছে দেয়ার জন্যে এমন একজন অলি বা অভিভাবক প্রয়োজন আল্লাহ্র সাথে যার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং আল্লাহ যার কথা, অনুরোধ বা প্রার্থনা শুনেন, বা না শুনে থাকেন না, অথবা শুনতে বাধ্য।

আর এ ধরনের অলিরা ছাড়া বাকি সব মানুষই পাপী। সুতরাং আল্লাহ্র কাছ থেকে চাওয়া পাওয়া আদায় করতে হলে, ভাগ্য পরিবর্তন করিয়ে নিতে হলে, কিংবা পাপ মোচন করিয়ে নিতে হলে অবশ্যি কোনো অলির দারস্থ হতে হবে, যিনি শাফায়াত করে চাওয়া পাওয়া আদায় করে দেবেন, কিংবা পাপ মোচন করিয়ে দেবেন।

সুতরাং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অলিকে খুশি করাই আসল কাজ। অলি খুশি হলেই আল্লাহ খুশি হবেন। তাই অলিকে খুশি করার জন্যে যতো প্রকার উপায় আছে সবই গ্রহণ করা যাবে এবং অলি যা যা চান সবই করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এসব সুপারিশকারী অলি মৃতও হতে পারে, জীবিতও হতে পারে। তবে তাদের জীবন মৃত্যু দুটোই সমান। কারণ আল্লাহ্‌র অলিরা মরেনা। তারা কবরে জীবিত। তারা তাদের ভক্তদের প্রার্থনা-ফরিয়াদ শুনেন। ভক্তদের সাজদা কবুল করেন। মান্নত কবুল করেন। দান গ্রহণ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে ভক্তরা যতো প্রকার ইবাদত-উপসনা, পূজা-পার্বণ, দান-সদকা, উৎসর্গ-বিসর্গ ও আহাজারি রোনাজারি করে, তাতে তারা খুশি হন এবং তাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর করেন, তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন এবং পরকালে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।'

এ হলো শাফায়াতের প্রচলিত অর্থ ও মর্মকথা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সুস্পষ্ট শিরকি আকিদা ও ভ্রান্ত পথ।

২. অলিদের ইবাদত করা হয় এবং আল্লাহর শরিক বানানো হয়

শাফায়াত লাভের উদ্দেশ্যে যাদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং উপরোল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে যাদের ইবাদত-উপাসনা করা হয়, কুরআন মজিদে তাদেরকে বলা হয়েছে شُفَعَاءُ এবং شُرَكَاءُ অর্থাৎ যাদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর শরিকদার বানানো হয়েছে।

অলিদেরকে খুশি করার জন্যে যেসব কাজ করা হয়, তার কয়েকটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, এ সকল কাজকেই আরবি ভাষায় বলা হয় 'ইবাদত'। মূলত ভক্তরা মৃত কি জীবিত যেসব লোককে সুপারিশকারী অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা মূলত তাদের ইবাদত করে।

যার ইবাদত করা হয় তাকে বলা হয় মা'বুদ (مَعْبُوْد) বা উপাস্য। ভক্ত উপাসকরা যেহেতু বিশ্বাস করে, তাদের এসব অলি-উপাস্যরা আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে পার পাইয়ে দেবে বা মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবে, তাই মূলত তারা এসব অলি-উপাস্যদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ • أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ •

অর্থ: আমরা তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি যা মহাসত্য। সুতরাং (এই কিতাব অনুযায়ী) একনিষ্ঠ আনুগত্যের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। জেনে রাখো, ইবাদত উপাসনা নিরংকুশভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে : "আমরা তো ইনাদের ইবাদত-উপাসনা করি এ জন্যে যে, ইনারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।" তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ অবশ্যি তার ফায়সালা করবেন। আর নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী কাফিরদের আল্লাহ্ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ২-৩)

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ • قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا •

অর্থ: তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী ধরেছে? হে নবী, তাদের বলো : 'কোনো কিছুর উপরই তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা কোনো কিছু না বুঝলেও কি (তোমরা তাদেরকে সুপারিশকারী মেনে চলবে?) হে নবী! তাদের বলো : সমস্ত শাফায়াত আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪৩-৪৪)

৩. বাংলাদেশে অলি ও সুপারিশকারী ধরার প্রচলন

বাংলাদেশসহ গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশে শাফায়াতকারী (شَفِيْع) বা সুপারিশকারী ধরার প্রচলন ব্যাপক। মুসলিম সমাজে এ বিশ্বাস বা মতবাদের প্রচলন ঘটেছে বহুত্ববাদী (মুশরিক) সমাজ থেকে।

যে সমাজের মানুষ এক সর্বোচ্চ ইশ্বরের সংগি সাথি হিসেবে অসংখ্য দেব দেবীতে বিশ্বাস করে এবং প্রত্যেক দেব দেবীর প্রতি আরোপ করে বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের বিভাগ, সেই সমাজকেই বলা হয় বহুত্ববাদী (মুশরিক) সমাজ। দীর্ঘ অতীত থেকে এই উপমহাদেশে সেই সমাজের বসবাস।

এমন একটি শিরকবাদী সমাজেই ইসলামের আগমন ঘটে। এই শিরকবাদী সমাজের লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ্‌র সঠিক শিক্ষার অভাবে শিরকবাদী বা বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা থেকে মুসলিম জনসাধারণ পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

সে কারণেই মুসলিম সমাজে উদ্দেশ্য হাসিল ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অলি ও শাফায়াতকারী ধরার এক ধারাবাহিক প্রচলন রয়েই গেছে।

www.nagorikpathagar.org

শিরকবাদী সমাজের এবং তাদের উপাস্যদের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. তাদের দেব দেবী-উপাস্যরা কল্পিত এবং বিমূর্ত। তাই তারা বিমূর্ত দেব দেবীর মুর্তি তৈরি করে নিয়ে তাদের উপাসনা করে।

২. তারা কোনো বিস্ময়কর, ক্ষমতাধর ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যধারী ব্যক্তি বা বস্তু পেলেই তাকে দেবতা ও উপাস্যের মর্যাদা প্রদান করে এবং তার উপাসনা করে।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যই মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন : অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসী মুসলিম নামধারী লোকেরা :

১. বিশেষ গুণাবলীতে গুণান্বিত মৃত (বিমূর্ত) ব্যক্তিদেরকে অলি বা শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের কবরকে দরগাহ মাযার বা সমাধি বানিয়ে নেয়। সেই সাথে সেগুলোর প্রতি শরিফ, পবিত্র, মহাপবিত্র বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। আর সেখানেই তারা তাদের পূজা বা উপাসনা বা ইবাদত করে।

২. জীবিত লোকদের কারো মধ্যে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য দেখলে তাকেও অলি বা শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন, তার কাছে প্রার্থনা করা ও তাকে সাজদা করার কাজ করে।

মুশরিকী সমাজের আদলে বাংলাদেশেও এই দুই পদ্ধতিতে অলি ও সুপারিশকারী ধরা হয়ে থাকে এবং তাদের ইবাদত উপাসনা করা হয়ে থাকে।

৪. উসিলা ধরার বিভ্রান্তি

এক শ্রেণীর লোক আল কুরআনের وَسِيْلَة (অসিলা) শব্দের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, উসিলা ধরা ছাড়া পরকালে পার পাওয়া যাবেনা। তারা আরো বলে, উসিলা ধরা মানে- অলি ধরা, পীর ধরা, শাফায়াতকারী ধরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

উসিলা প্রসঙ্গে লোকেরা কুরআন মজিদের যে আয়াতটির অপব্যাখ্যা করে, সে আয়াতটি হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ •

www.nagorikpathagar.org

অর্থ: হে ঈমানওয়ালা লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় (উসিলা) সন্ধান করো এবং তাঁর পথে জিহাদ (কঠিন চেষ্টা-সংগ্রাম-সাধনা) করো, যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা ৫ মায়েদা : আ. ৩৫)

মদিনাস্থ বাদশা ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত আল কুরআনের ইংরেজি অনুবাদে এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

O you who believe! Do your duty to Allah and fear Him. Seek the means of approach to Him, and strive hard in His Cause as much as you can. So that you may be successful.

এ আয়াতের উসিলা শব্দ নিয়েই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। অথচ সাহাবীগণ এবং শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও মুফাস্‌সিরগণ উসিলার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁরা কেউই উসিলা মানে- পীর, অলি, শাফায়াতকারী বলেননি।

তাঁরা পরিষ্কার করে বলেছেন, উসিলা মানে- ঈমান, ঈমানের পথ; তাকওয়া; আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য, বাধ্যতা ও বিনয়; আল্লাহ্‌র কিতাব ও বিধান এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।

আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটি :

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

অর্থ: তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা (যে কিতাব ও বিধান) নাযিল হয়েছে তোমরা কেবল সেটারই অনুসরণ-ইত্তেবা করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অলিদের ইত্তেবা করো না। তবে তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৩)

৫. শাফাতের সঠিক ধারণা

শাফায়াত সম্পর্কে সমাজে ব্যাপক অজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে। সেই সাথে শাফায়াতকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে ব্যাপক অন্যায়, অবৈধ, এমনকি শিরকি কর্মকান্ড। এর কারণ দুটি :

০১. অজ্ঞতা।

০২. পার্থিব স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট গোমরাহ্ পেশাদার ব্যাক্তিদের দ্বারা সাধারণ জনগণকে লোভনীয় আশা দিয়ে কলাকৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন করে রাখা।

কুরআন ও হাদিসে শাফায়াতের সঠিক ধারণা পেশ করা হয়েছে।

কুরআন বা হাদিসে কোথাও জীবিত কি মৃত কোনো নবী রসূল, পীর বুযুর্গ, অলি আওলিয়া, জিন বা ফেরেশতা কাউকে শাফায়াতকারী হিসেবে ধরতে বলা হয়নি।

আল্লাহর নিকট দোয়া কবুল করিয়ে নেয়া, ফরিয়াদ মঞ্জুর করিয়ে নেয়া, পাপ মোচন করিয়ে নেয়া ও ভাগ্য পরিবর্তন করিয়ে নেয়ার জন্যে কোনো মাধ্যম ধরার কোনো নির্দেশ বা অনুমোদন কুরআন বা হাদিসে দেয়া হয়নি।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ হাসিল করার জন্যে কাউকেও অলি, শাইখ, গাউছ, কুতুব, পীর, বুযুর্গ কুরআন বা হাদিসে কোথাও কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং অনুমোদনও দেয়া হয়নি।

কুরআন এবং সুন্নাহ্ অনুযায়ী সকল প্রকার দোয়া প্রার্থনা ফরিয়াদ সরাসরি আল্লাহ্র কাছে করতে হবে। পাপ মোচনের জন্যে সরাসরি আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। তওবা কবুল করার জন্যে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। হিদায়াত দান ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করতে হবে। পরকালের মুক্তি ও নাজাতের জন্যে সরাসরি আল্লাহ্র কাছে আবেদন নিবেদন ও রোনাজারি করতে হবে।

এর সাথে সাথে আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় জানার চেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞানার্জন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে। সকল বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে হবে। বড় বড় পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। সকল কাজে রসূলুল্লাহ সা. কে অনুসরণ করতে হবে। সাহাবায়ে কিরামের আদর্শকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন, সুন্নাহ্ তথা ইসলামকে জানার জন্যে সত্যিকার আলিমদের নিকট শিখতে হবে, জ্ঞানার্জন করতে হবে।

এভাবে যিনি সত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান, আল্লাহ পাক তাকে সঠিক পথ দেখান, সাহায্য করেন। তিনি তার ছোট খাটো গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আখিরাতে আল্লাহ পাক তাকে নাজাত দেবেন। তার পক্ষেই আল্লাহ্র রসূল সা. সুপারিশ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশতারা তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কিয়ামতের দিন তারা তার জন্যে সুপারিশ করবে। কুরআন সুপারিশ করবে। সকল মুক্তিপ্রাপ্ত নেককার লোকেরা তার জন্যে সুপারিশ করবে।

৬. শাফায়াত কোথায় করা হবে?

শাফায়াতের প্রথম জায়গা হলো হাশর ময়দানে আল্লাহ্র আদালত।

এখানে কারা সুপারিশ করতে পারবেনা, কারা সুপারিশ করতে অক্ষম হবে, সুপারিশের জন্যে কাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবেনা তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে রয়েছে।

তাছাড়া কারা সুপারিশ করবে, কারা সুপারিশ করতে পারবে, সুপারিশ করার যোগ্যতা কী এবং পদ্ধতি কী তাও বিস্তারিতভাবে কুরআন মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এখানে সুপারিশ করবেন বলে অনেকগুলো হাদিসে বিশুদ্ধ সূত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পাপী মুমিনদেরকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. -এর সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে আনা হবে বলেও বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এ সংক্রান্ত প্রামাণিক আলোচনা সামনে আসছে।

৭. শাফায়াত সংক্রান্ত শিরকি আকিদা বিশ্বাস

আমরা আগেই বলেছি শাফায়াত সম্পর্কে সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত এবং শিরকি আকিদা বিশ্বাস পোষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ • وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ •

অর্থ: ঐ ব্যাক্তির চাইতে বড় যালিম কে হতে পারে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্লাহ্র নামে চালায়, কিংবা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? জেনে রাখো, অপরাধীরা কিছুতেই সফলকাম হতে পারবেনা। তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা-অর্চণা করে (যাদের কাছে প্রার্থনা ফরিয়াদ করে),

www.nagorikpathagar.org

তারা (সেই উপাস্যরা) তাদের কোনো ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, উপকার করতেও সক্ষম নয়। তারা বলে : 'এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের শাফায়াতকারী।' হে নবী এদের বলো: 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছো যার অস্তিত্ব আসমান জমিন কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না?' মূলত তারা যে শিরক করছে তা থেকে তাঁর মর্যাদা ও পবিত্রতা অনেক উর্ধ্বে। (সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ১৭-১৮)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ • وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ • قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ •

অর্থ : দোয়া-ফরিয়াদ-প্রার্থনা লাভ করার একমাত্র অধিকার তাঁর (আল্লাহ্‌র)। তারা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এদের উপমা হলো ঐ ব্যক্তি, যে পানির দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে : 'তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও' অথচ পানি তার মুখে পৌঁছুতে সক্ষম নয়। এসব সত্য অমান্যকারীদের প্রার্থনা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আসমান জমিনের সবকিছু এবং তাদের ছায়া সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই জন্যে মাথা অবনত (সাজদা) করে।[১] হে নবী! এদের জিজ্ঞেস করো: 'আসমান ও জমিনের মালিক কে?' বলো : 'আল্লাহ'। এদের আরো জিজ্ঞেস করো: 'তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব অলি ধরছো-যারা তাদের নিজেদেরও কোনো লাভ-ক্ষতি করতে সক্ষম নয়?' হে নবী এদের জিজ্ঞেস করো: 'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি এক এবং সমান?' আর নাকি আলো আর অন্ধকাররাশি সমান? (সূরা ১৩ রা'দ : ১৪-১৬)

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ • إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ •

---

১. আপনিও সাজদা (মাথা অবনত) করুন।

www.nagorikpathagar.org

অর্থ : আমি কি তাঁর (আল্লাহ্র) পরিবর্তে অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবো? দয়াময় রহমান আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তাদের শাফায়াত আমার কোনো কাজেই আসবেনা, তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবেনা। এভাবে (অন্যদেরকে শাফায়াতকারী ধরলে) অবশ্যি আমি সুস্পষ্ট ভুল পথে যাবো। (সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ২৩-২৪)

এ আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো :

১. কোনো মৃত বা জীবিত ব্যক্তিকে শাফায়াতকারী অলি বা পীর বানিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তার কাছে প্রার্থনা বা ফরিয়াদ করা সুস্পষ্ট শিরক।
২. যাদেরকে শাফায়াতকারী ধরা হয় তারা আল্লাহ্র আদালতে নিজেদেরই কোনো উপকার করতে পারবেনা।
৩. স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে যারা প্রার্থনা ফরিয়াদ করেছিল তাদের কোনো উপকারই তারা করতে পারবেনা।
৪. কাউকেও সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়ে তার কাছে প্রার্থনা ফরিয়াদ করা সুস্পষ্ট গুমরাহি বা পথভ্রষ্টতা।
৫. যারা কাউকেও সুপারিশকারী ধরে তারা অন্ধ এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত।

৮. হাশরের দিন আল্লাহ ছাড়া কোনো অলি এবং শাফায়াতকারী থাকবেনা

মানুষের প্রকৃত অলি বা অভিভাবক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। মানুষ যদি শাফায়াত লাভ করতে চায়, তবে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে এবং তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। কারণ তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে শাফায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ •

অর্থ : হে নবী! তুমি এ (কুরআন) দ্বারা সেইসব মানুষকে সতর্ক করো যারা (আল্লাহর পাকড়াওকে) ভয় করে যে: 'তাদেরকে একদিন তাদের প্রভুর দরবারে সমবেত করা হবে, সেখানে তিনি ছাড়া তাদের কোনো অলিও থাকবেনা, শাফায়াতকারীও থাকবেনা,' -এর ফলে হয়তো তারা সতর্ক হবে। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৫১)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ • فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ •

www.nagorikpathagar.org

অর্থ : যেদিন সকল গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে, সেদিন মানুষের কোনো ক্ষমতা থাকবেনা, কোনো সাহায্যকারীও থাকবেনা। (সূরা ৮৬ আত তারিক : আয়াত ৯-১০)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ •

অর্থ : সেদিন একে অপরের জন্যে কিছুই করার ক্ষমতা থাকবেনা। সেদিনকার নিরংকুশ কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহ্‌র হাতে। (সূরা ৮২ : আ. ১৯)

৯. বহুত্ববাদী, যালিম ও অপরাধীদের জন্যে কোনো শাফায়াত নেই

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ •

অর্থ : তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে, যখন দু:খ কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। সেদিন যালিমদের কোনো অন্তরংগ বন্ধুও থাকবেনা, কোনো শাফায়াতকারীও থাকবেনা - যার কথা শুনা যেতে পারে। (সূরা ৪০ আল মুমিন : আয়াত ১৮)

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا •

অর্থ : আর তারা আল্লাহকে ছাড়া কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারীই খুঁজে পাবেনা। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭৩)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ •

অর্থ : তোমরা সতর্ক হও সেই দিনটির ব্যাপারে যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবেনা, কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা, এবং কোনো শাফায়াত কোনো কাজে আসবেনা, তাছাড়া সেদিন কেউ কোনো প্রকার সাহায্যও পাবেনা। (সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১২৩)

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ •

অর্থ : যারা নিজেদের দীনকে খেল তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছে, তুমি তাদের সংগ বর্জন করো।

তবে এই (কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দিতে থাকো যাতে কেউ নিজের কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস হয়ে না যায়। কারণ, তার জন্যে তো আল্লাহ ছাড়া কোনো অলিও নেই, শাফায়াতকারী নেই। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৭০)

১০. শাফায়াত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারে

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ •

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ •

অর্থ : তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে শাফায়াতকারী ধরেছে? হে নবী তাদের বলো: তাদের (তোমাদের কল্পিত শাফায়াতকারীদের) কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং বুঝার শক্তি না থাকলেও (কি তোমরা তাদেরকে শাফায়াতকারী ধরবে)? হে নবী! এদের বলো: সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্র এখতিয়ারে। কারণ, মহাকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অতপর তোমাদেরকে তো তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা ৩৯ : আ. ৪৩-৪৪)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ •

অর্থ : তোমাদের প্রভু তো আল্লাহ -যিনি মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবী ছয়টি কালে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। সকল বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করার কেউ নেই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করো। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? (সূরা ১০ : আ. ৩)

১১. শাফায়াতের আশায় যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরিক করা হয়

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ • وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ •

অর্থ : যেদিন কিয়ামত (বিচার) অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। যাদেরকে তারা আল্লাহর সমমর্যাদা দিয়েছিল (শরিক বানিয়েছিল) সেদিন শাফায়াত করার জন্যে তাদের পাওয়া যাবেনা।

www.nagorikpathagar.org

অবশেষে সেদিন তারা এদেরকে আল্লাহ্‌র শরিক বলে অস্বীকার করবে। (সূরা ৩০ আররূম : আয়াত ১২-১৩)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ • قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا • فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا •

অর্থ : যেদিন তিনি (তাঁর আদালতে) সমবেত করবেন তাদেরকে এবং তারা যাদের ইবাদত উপাসনা করতো তাদেরকেও, সেদিন জিজ্ঞাসা করবেন : 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল।' তারা বলবে: মহান পবিত্র তুমি হে প্রভু! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যদেরকে আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনা বরং তুমি যে তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে তারই পরিণামে তারা তোমার উপদেশ (তোমার প্রেরিত কিতাব) উপেক্ষা করেছিল এবং এক বুরা জাতিতে পরিণত হয়েছিল।' (তখন আল্লাহ সেইসব উপাসক ও পূজারিদের বলবেন:) 'তোমরা এদের সম্পর্কে যা কিছু বলতে, তা তো তারা অস্বীকার করলো। সুতরাং আর শাস্তি ঠেকাতে পারবেনা, তাছাড়া কোনো সাহায্যও পাবেনা। তোমাদের যে কেউ যুলুম (শিরক) করে আসবে, তাকে অবশ্যি আমরা মহাশাস্তি আস্বাদন করাবো। (সূরা ২৫ আলফুরকান : আয়াত ১৭-১৯)

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ • هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ •

অর্থ : তাদের পেছনে (পরকালে) রয়েছে জাহান্নাম। (জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে) তাদের কৃতকর্ম কোনো কাজেই আসবেনা, তাছাড়া আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আওলিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছিল তারাও কোনো কাজে আসবেনা। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। এই (কুরআন) হলো

www.nagorikpathagar.org

সঠিক পথের দিশারি। যারা তাদের প্রভুর আয়াতকে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা ৪৫ জাসিয়া : আয়াত ১০-১১)

১২. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা

নবী রসূল, ফেরেশ্‌তা যাদের আল্লাহ্‌ পাক নিষ্পাপ রেখেছেন, তাঁরাও আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র আদালতে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ 'টু' শব্দটিও করতে পারবেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا • يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

অর্থ : তিনি মহাকাশ-মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। পরম দয়াময় তিনি। তাঁর সম্মুখে কথা বলার সাহস তাদের থাকবেনা। সেদিন রূহ (রূহুল আমিন জিবরাঈল) এবং সকল ফেরেশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা কোনো কথাই বলবেনা, তবে দয়াময়-রহমান যাকে অনুমতি দেন তার কথা ভিন্ন এবং সেও যা বলবে সত্য বাস্তব ও যথার্থ বলবে। (সূরা ৭৮ আননাবা : আ. ৩৭-৩৮)

اَللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ •

অর্থ : আল্লাহ! তিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ্‌। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক-নিয়ন্ত্রক। তন্দ্রা কিবা নিদ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করেনা। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কার সাধ্য আছে তাঁর সম্মুখে শাফায়াত করার? তবে তিনি কাউকেও অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা। (কারণ) তাদের সামনে পিছের সবকিছুই তিনি জানেন। (সূরা ২: আ. ২৫৫)

১৩. শাফায়াতের জন্যে অপরিহার্য শর্তাবলী

আল কুরআন একেবারে সুস্পষ্টভাবে আখিরাতে শাফায়াত করার জন্যে পাঁচটি শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। শর্তগুলো হলো :

১. মহান আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সম্মতি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া শাফায়াতের জন্যে কেউ 'টু' শব্দটিও করতে পারবেনা।

www.nagorikpathagar.org

২. যাকে অনুমতি দেয়া হবে। অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সম্মতি লাভ করবেন একমাত্র তিনিই শাফায়াত করতে পারবেন, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই শাফায়াত করতে পারবেনা।

৩. শাফায়াতকারী সত্য, ন্যায্য, বাস্তব ও যথার্থ কথা বলবেন। অর্থাৎ শাফায়াতকারী সত্য ও ন্যায়ের বিপরীত কোনো কথাই বলবেন না।

৪. যার প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট শুধুমাত্র তার ব্যাপারেই শাফায়াত করা যাবে।

৫. শিরকে নিমজ্জিত যালিম ও গুরুতর অপরাধী শাফায়াত লাভ করবেনা।

এ প্রসঙ্গে দেখুন মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট ঘোষণা সমূহ :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا •

অর্থ: সেদিন রূহ (রূহুল আমিন জিবরাঈল) এবং সকল ফেরেশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা কোনো কথাই বলবেনা, তবে দয়াময়-রহমান যাকে অনুমতি দেন তার কথা ভিন্ন এবং সেও যা বলবে সত্য, বাস্তব ও যথার্থ বলবে। (সূরা ৭৮ আননাবা : আয়াত ৩৮)

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ •

অর্থ : কার সাধ্য আছে তাঁর সম্মুখে শাফায়াত করার? তবে তিনি কাউকেও অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা। (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াতাংশ ২৫৫)

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ •

অর্থ: কোনো শাফায়াতকারী হবেনা; তবে তাঁর অনুমতি ও সম্মতি লাভ করার পরই কেউ শাফায়াতের অধিকার লাভ করবে। (সূরা ১০ ইউনুস: আ. ৩)

لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا •

অর্থ: তাদের কারোই শাফায়াত করার ক্ষমতা থাকবেনা, তবে কেবল মাত্র সে-ই শাফায়াত করতে পারবে, যে দয়াময়-রহমানের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। (সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৮৭)

‘প্রতিশ্রুতি (عَهْد) গ্রহণ করেছে’ কথাটির অর্থ কি?

কুরআনের বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, এর সুস্পষ্ট অর্থ দুটি :

www.nagorikpathagar.org

১. শাফায়াত কেবল তার পক্ষেই হবে, যে দয়াময় রহমান -এর নিকট অংগিকার গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনে সে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র প্রতি তার যে কর্তব্য তা অনেকটা পালন করেছে এবং নিজেকে ক্ষমা লাভের হকদার বানিয়েছে।

২. আর শাফায়াত কেবল সে-ই করতে পারবে, যে প্রতিশ্রুতি লাভ করবে। অর্থাৎ লোকেরা যাদেরকে শাফায়াতকারী ধরেছে শাফায়াত করার কোনো ক্ষমতা তাদের থাকবেনা, বরং দয়াময় আল্লাহ নিজেই যাদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র তারাই শাফায়াত করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরো বলেন :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ •

অর্থ: তাদের সামনে পিছের সবকিছু তিনি অবগত। সুতরাং তারা (শাফায়াতকারীরা) শাফায়াত করবে শুধুমাত্র সেইসব লোকদের জন্যে যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজি ও সম্মত। কারণ তারা (শাফায়াতকারীরা) তো আল্লাহ্র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা ২১ আম্বিয়া: আ. ২৮)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا • يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا • وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا •

অর্থ: সেদিন সবাই আহবানকারীর আহবানের দিকে চলে আসবে। এদিক সেদিক করার কোনোই সুযোগ থাকবেনা। দয়াময়-রহমানের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে যাবে সমস্ত আওয়ায। মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি আর কিছুই শুনবেনা। সেদিন শাফায়াত কার্যকর হবেনা, তবে দয়াময় রহমান নিজেই যদি কাউকেও অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে রাজি হন- সেটা ভিন্ন কথা। কারণ তিনি তো সবার সামনে পিছের সব অবস্থা অবগত; কিন্তু তারা (শাফায়াতকারীরা) তো পূর্ণ জ্ঞান রাখেনা। সেখানে তো চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক (মহান আল্লাহ)-র সম্মুখে নুইয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়বে সকল মাথা। সেদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে তারা, যারা বহন করবে যুল্‌ম (শিরক ও অধিকার হরণের পাপ)। (সূরা ২০ তোয়াহা : আ. ১০৮-১১১)

এ প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা মুফাস্‌সির লিখেছেন :

"সুপারিশের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপ করার কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরেশতা, আম্বিয়া বা আউলিয়া যে-ই হোন না কেন, কারো আমল বা রেকর্ড সম্পর্কে এঁদের কারো কিছুই জানা নেই। জানার কোনো ক্ষমতাও এঁদের নেই। দুনিয়ায় কে কি করেছে এবং আল্লাহর আদালতে কে কোন্ ধরনের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং কেমন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে এসেছে তাও তাঁরা জানেন না।

অপরদিকে মহান আল্লাহ্ প্রত্যেকের অতীতের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড জানেন। তার বর্তমান ভূমিকাও তিনি জানেন। সে সৎ হলে কেমন ধরনের সৎ? অপরাধী হলে কোন্ পর্যায়ের অপরাধী? তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য কি না। সে কি পূর্ণ শাস্তিলাভের অধিকারী নাকি কম শাস্তির? এহেন অবস্থায় কেমন করে ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে তাদের ইচ্ছামতো যার পক্ষে যে কোনো ধরনের সুপারিশ তারা চায় তা করার জন্য তাদেরকে অবাধ অনুমতি দেয়া যেতে পারে? একজন সাধারণ অফিসার তার নিজের ক্ষুদ্রতম বিভাগে যদি নিজের প্রত্যেকটি বন্ধু ও আত্মীয়ের সুপারিশ শুনতে শুরু করে দেন তাহলে মাত্র চারদিনেই সমগ্র বিভাগটিকে ধ্বংস করে ছাড়বেন।

তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর শাসনকর্তার কাছ থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তাঁর দরবারে ব্যাপকভাবে সুপারিশ চলতে থাকবে এবং প্রত্যেক বুযর্গ সেখানে গিয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়ে আনবেন। অথচ তাদের কেউই যাদের জন্যে সুপারিশ তারা করছেন তাদের কার্যকলাপ কেমন তা জানেন না। দুনিয়ায় যে কর্মকর্তা দায়িত্বের সামান্যতম অনুভূতিও রাখেন তার কর্মনীতি এ পর্যায়েরই হয়ে থাকে যে, যদি তার কোনো বন্ধু তার কোনো অধস্তন কর্মচারীর সুপারিশ নিয়ে আসে তাহলে সে তাকে বলে, আপনি জানেন না এ ব্যক্তি কতো বড় ফাঁকিবাজ, দায়িত্বহীন, ঘুষখোর ও অত্যাচারী। আমি এর যাবতীয় কীর্তিকলাপের খরব রাখি। কাজেই আপনি মেহেরবানি করে অন্তত আমার কাছে তার জন্যে সুপারিশ করেবন না।

এ ছোট্ট উদাহরণটির মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এ আয়াতে সুপারিশ সম্পর্কে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা কতো সঠিক, যুক্তিসংগত ও ন্যায়ভিত্তিক? আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করার দরজা বন্ধ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র সৎ বান্দারা, যারা দুনিয়ায় মানুষের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাদেরকে আখিরাতেও সহানভূতির অধিকার আদায় করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু তারা সুপারিশ করার আগে অনুমতি চেয়ে নেবেন। যার পক্ষে আল্লাহ তাদেরকে বলার অনুমতি দেবেন একমাত্র তার পক্ষেই তারা সুপারিশ করতে পারবেন। আবার সুপারিশ করার জন্যও শর্ত হবে যে, তা সংগত এবং ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে। যেমন وَقَالَ صَوَابًا (এবং ঠিক কথা বলবে) আল্লাহ্‌র এ উক্তিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, সেখানে আজেবাজে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেমন, একজন দুনিয়ায় মানুষের অধিকার গ্রাস করে এসেছে, কিন্তু কোনো এক বুযুর্গ হঠাৎ উঠে তার পক্ষে সুপারিশ করে দিলেন যে, হে আল্লাহ! তাকে পুরস্কৃত করুন, কারণ সে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন।”[২]

১৪. অপরাধীদেরকে নবী রসূলগণও রক্ষা করতে পারবে না

যারা শিরকি আকিদা-বিশ্বাস ও শিরকি কর্মকান্ডে নিমজ্জিত, যারা মানুষের অধিকার হরণকারী যালিম এবং যারা কবিরা গুনাহে নিমজ্জিত, তাদের জন্যে হাশর ময়দানে পীর, অলি, দরবেশ, সুফী, গাউছ, কুতুব তো দূরের কথা, আল্লাহ্‌র মাসুম নবীগণও শাফায়াত করতে পারবেননা।

নূহ আ. পুত্রকে রক্ষা করতে পারেননি : নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়ালার একজন শ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর অবাধ্য জাতিকে আল্লাহ পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ্‌র বাধ্যগতদের রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ নূহকে জাহাজ তৈরি করার নির্দেশ দেন। জাহাজ তৈরি হলে আল্লাহ্‌র বাধ্যগতরা সবাই জাহাজে উঠলো। কিন্তু উঠলোনা নূহের ছেলে। পানির ঢেউ এসে তাকে তলিয়ে নিয়ে গেলো। এ অবস্থায় পুত্র স্নেহে নূহ আ. আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন :

“আমার প্রভু! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন (তুমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমার পরিবারকে রক্ষা করবে)। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য! আর তুমিই তো সর্বোচ্চ সুবিচারক।’

তখন আল্লাহ বললেন : হে নূহ! সে (তোমার ছেলে) তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো এক অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে ফরিয়াদ- প্রার্থনা- সুপারিশ করোনা। আমি

---

২. তাফসির তাফহীমুল কুরআন, সূরা তোয়াহা, টীকা : ৮৬।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞদের মতো কথা বলোনা।" (দ্রষ্টব্য সূরা ১১ হূদ : আয়াত ৪৫-৪৭)

একইভাবে নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর একজন স্ত্রীকেও বাঁচাতে পারেননি। কারণ, সে স্ত্রী আল্লাহদ্রোহীদের সহযোগিতা করেছিল। (দ্রষ্টব্য: সূরা ৬৬ আত্ তাহরীম : আয়াত ১০)

লূত আলাইহিস্ সালামও অপরাধীদের সমর্থনকারী তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেননি। (দ্রষ্টব্য : সূরা ৬৬ আত্ তাহরীম : আয়াত ১০)

ইবরাহিম আ. পিতাকে রক্ষা করতে পারেননি : আল্লাহর বন্ধু-খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আ. তাঁর পিতাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তিনি ওয়াদা করেছিলেন, পিতার মাগফিরাতের জন্যে তিনি আল্লাহ্র কাছে সারা জীবন দোয়া করবেন। তাঁর প্রার্থনার কারণে মহান আল্লাহ তাঁর মুশরিক পিতার জন্যে তাঁকে দোয়া করার অনুমতি প্রদান করেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা অন্য কোনো নবীকে মুশরিক অপরাধী পিতা বা সন্তানের জন্যে দোয়া করার অনুমতিই দেননি। ইবরাহিম আ. সারা জীবন পিতাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে জানিয়ে দেন তাঁর পিতা জাহান্নামী। (দ্রষ্টব্য : সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ১১৪; সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ৪১; সূরা ৬০ মুমতাহিনা : আয়াত ৪)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহও রক্ষা করতে পারবেন না : বিশ্ববাসীর রহমত মুহাম্মদ সা.-কেও তাঁর শিরকবাদী নিকটাত্মীয়দের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সূরা ৯ আত্ তাওবা : আয়াত ১১৩)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. তাঁর প্রিয়তম কন্যা ফাতিমাসহ সকল নিকটাত্মীয়দের ডেকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, তারা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ না নিলে তিনি তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। তিনি তাদের সবাইকে ডেকে সমবেত করেন এবং নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِتَّقُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ

www.nagorikpathagar.org

الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর ভাষণে বলেছেন: হে কুরাইশ! তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবোনা। হে আবদে মান্নাফের বংশধর! আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোনোই উপকার করতে পারবোনা। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবোনা। হে রসূলুল্লাহ্‌র ফুফু সুফিয়া! আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবোনা। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার অর্থসম্পদ থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারবোনা।[৩]

১৫. যাদেরকে শাফায়াতকারী ধরা হয়েছিল, তারা সব উধাও হয়ে যাবে

পৃথিবীতে লোকেরা যাদেরকে শাফায়াতকারী ধরে নিয়ে তাদের খুশি করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আল্লাহ্‌র আদালতে বিচারের মহাবিপদের সময় সেইসব কল্পিত শাফায়াতকারীদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তারা সবাই তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ •

অর্থ: আজ তোমরা আমার কাছে সম্পূর্ণ একা একাই এসেছো, যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদের আমি যা কিছু দিয়েছিলাম সবই পেছনে রেখে এসেছো। যাদেরকে তোমরা তোমাদের মাঝে (আল্লাহ্‌র) শরিক মনে করেছিলে, আজ তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফায়াতকারীদের দেখছিনা। আজ তোমাদের মধ্যকার

৩. সহীহ আল বুখারি, অসিয়ত অধ্যায়, হাদিস নম্বর ২৬০২।

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যারা শাফায়াত করবে বলে ধারণা করেছিলে তারা তোমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ৯৪)

১৬. যারা শিরক করে তারা শাফায়াত লাভ করবে না

কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. শাফায়াত করার অনুমতি লাভ করবেন। পৃথিবীর জীবনে যারা শিরক করেছে তিনি তাদের জন্যে শাফায়াত করবেন না, করার অনুমতিও পাবেননা। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাবাসীদের জন্যে শাফায়াত করবেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَه ، وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : প্রত্যেক নবীরই একটি মকবুল (গৃহীত) দোয়া থাকে। তবে সব নবীই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াটি পৃথিবীর জীবনেই করে ফেলেছেন। আর আমি আমার সেই দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্যে শাফায়াতের (সুপারিশের) উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছি। সুতরাং সেদিন আমার উম্মতের সেইসব লোকদের জন্যে আমার সেই দোয়া (শাফায়াত) কবুল হবে, যারা এমতাবস্থায় মারা গেছে যে, আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শিরক করে নাই।[৪]

১৭. শাফায়াত লাভ করবে শুধুমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসীরা

এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ সা. পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন এভাবে :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: " لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَّا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ

৪. সহীহ বুখারি : দোয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক নবীর একটি গৃহীত দোয়া থাকে, হাদিস ৫৯৪৫। সহীহ মুসলিম : ঈমান অধ্যায়, হাদিস ১৯৯।

www.nagorikpathagar.org

حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে আপনার শাফায়াত লাভ করে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে কারা? জবাবে রসূল সা. বলেন : হে আবু হুরাইরা! আমার ধারণা ছিলো, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে কেউ প্রশ্ন করবেনা, কারণ আমি তোমার মাঝে আমার হাদিস জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করছি। শোনো, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভে সবচাইতে সৌভাগ্যবান হবে তারা, যারা পৃথিবীতে নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা দিয়েছিল : "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (আইনদাতা, হুকুমদাতা, মুক্তিদাতা, উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী) নেই।"[৫]

১৮. হাশর ময়দানে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা. শাফায়াত করবেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ ، فَرُفِعَ اِلَيْهِ الزِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُه فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَا ذَالِكَ ؟ يَجْمَعُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوْ الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا يُطِيْقُوْنَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُوْنَ ، فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسُ لِبَعْضٍ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيْهِ ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ أِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : إِئْتُوْا اٰدَمَ ، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا اٰدَمُ ! أَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِه ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِه ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ ، اِشْفَعْ لَنَا

৫. সহীহ বুখারি : ইল্‌ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হাদিসের প্রতি তীব্র আকাংখ্যা, হাদিস নম্বর ৯৯।

www.nagorikpathagar.org

إِلٰى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُوْلُ اٰدَمُ : إِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه مِثْلَه وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه ، وَاِنَّه نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُه ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ : يَا نُوْحُ ! أَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى الْاَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه مِثْلَه وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلٰى قَوْمِىْ ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ ، فَيَقُوْلُوْنَ : أَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُه مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِبْرَاهِيْمُ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه مِثْلَه وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَه ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِه ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى ، فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسٰى ! أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِه وَبِتَكْلِيْمِه عَلَى النَّاسِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه مِثْلَه وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه ، وَإِنِّىْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسٰى ! أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِىْ الْمَهْدِ ، وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِنْهُ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى

www.nagorikpathagar.org

رَبِّكَ ، أَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْه؟ أَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ عِيْسٰى : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه مِثْلَه وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَه ذَنْبًا ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ ، اِذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ ، فَيَأْتُوْنِّيْ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ، أَلاَ تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِيْ مِنْ مَحَامِدِه وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدْ اِرْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهُ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ! أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدْ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সা.-এর ঘরে কিছু গোশ্‌ত (হাদিয়া) এলো। পরে এর বাহুর অংশটি তাঁর সামনে (আহারের উদ্দেশ্যে) পেশ করা হলো। বাহুর গোশ্‌ত তাঁর কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিলো। তিনি তা থেকে এক কামড় গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন : কিয়ামত দিবসে আমিই হবো সকল মানুষের নেতা। তা কিভাবে তোমরা কি জানো? কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ তায়ালা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়েত করবেন যে, একজনের আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনের দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে। তখন তারা নিজেরা পরস্পর বলাবলি করবে, কী দুর্দশায় তোমরা আছো, দেখছো না? কী অবস্থায়

www.nagorikpathagar.org

তোমরা পৌঁছেছো, উপলব্ধি করছো না? এমন কাউকে দেখছো না, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবেন ? তারপর একজন আরেকজনকে বলবে, চলো, আদম আ.-এর কাছে যাই। তখন তারা আদম আ.-এর কাছে আসবে এবং বলবে : হে আদম! আপনি মানবকুলের পিতা, আল্লাহ স্বহস্তে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দেহে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। আপনাকে সাজদা করার জন্যে ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা আপনাকে সাজদা করেছে। আপনি দেখছেন না আমরা কি কষ্টে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কষ্টের কোন্ সীমায় পৌঁছেছি? আদম আ. উত্তরে বলবেন : "আজ আমার প্রভু এতো বেশি ক্রোধান্বিত আছেন যা পূর্বে কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আর আমি সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলেছি, নাফসি! নাফসি! -আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে গিয়ে চেষ্টা করো। তোমরা বরং নূহের কাছে যাও।"

তখন তারা নূহ আ.-এর কাছে আসবে। বলবে : হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রথম রসূল, আল্লাহ আপনাকে 'চির কৃতজ্ঞ বান্দা' বলে উপাধি দিয়েছেন। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? নূহ আ. বলবেন : আজ আমার প্রভু এতো ক্রোধান্বিত আছেন যে এতোটা পূর্বেও কখনো হননি, কখনো হবেনও না। আমাকে তিনি একটি দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর তা আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে ফেলেছি। নাফসি! নাফসি! -আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা ইবরাহিমের কাছে যাও।"

তখন তারা ইবরাহিম আ.-এর কাছে আসবে। বলবে : হে ইব্রাহিম! আপনি আল্লাহ্র নবী। পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহ্র খলিল ও অন্ত রঙ্গ বন্ধু। আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? ইবরাহিম আ. তাদের বলবেন : আজ আমার প্রভু এতো বেশি ক্রোধান্বিত যা পূর্বে কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। ইবরাহিম তখন তার বাহ্যিক অসত্য কথনের বিষয় উল্লেখ করবেন। বলবেন, নাফসি! নাফসি! -আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং মূসার কাছে যাও।

www.nagorikpathagar.org

তখন তারা মূসা আ.-এর কাছে আসবে, বলবে : হে মূসা! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল, আপনাকে তিনি তাঁর রিসালাত দিয়ে এবং আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে অনেক মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? মূসা আ. বলবেন : আজ আমার প্রভু এতো ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে এমন পূর্বেও কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। আমি তাঁর হুকুমের পূর্বেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। নাফসি! নাফসি! -আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা ঈসার কাছে যাও।

তখন তারা ঈসা আ.-এর কাছে আসবে এবং বলবে হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল, দোলনায় অবস্থানকালেই আপনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, আপনি আল্লাহ্‌র কলেমা, যা তিনি মরিয়মের গর্ভে ঢেলে দিয়েছিলেন, আপনি তাঁর দেয়া আত্মা। সুতরাং আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি? আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? ঈসা আ. বলবেন : আজ আমার প্রভু এতো ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন যে এমন পূর্বেও কখনো হননি, আর পরেও কখনো হবেন না। উল্লেখ্য তিনি কোনো অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বলবেন, নাফসি! নাফসি! -আজ আমার চিন্তায় আমি পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং মুহাম্মদ সা.-এর কাছে যাও।

রসূলুল্লাহ সা. বলেন : তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং বলবে : হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল, শেষ নবী, আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। দেখছেন না আমরা কোন্ অবস্থায় আছি এবং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে? তখন আমি সুপারিশের জন্যে যাবো এবং আরশের নিচে এসে আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হবো। আল্লাহ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দেবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হাম্‌দ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন যা ইতোপূর্বে কাউকেই দেয়া হয়নি। এরপর আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলণ করো, প্রার্থনা করো, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে। সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা তুলবো। বলবো : হে প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (এদের মুক্তি দান করুন)। আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! তোমার

www.nagorikpathagar.org

উম্মতের যাদের উপর কোনো হিসাব নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দাও। অবশ্য অন্য তোরণ দিয়েও অন্যান্য লোকের সংগে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন : শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতের চৌকাঠের মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হাজরের দূরত্বের মতো; অথবা বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ও বসরার দূরত্বের মতো।[৬]

হাদিসটি সহীহ মুসলিমে আনাস রা. থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَه اِشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ اللهِ ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْم فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللهِ فَيُؤْتِيْ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، فَيُؤْتِيْ عِيْسٰى ، فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوْتِيْ ، فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقَ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ فَأَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُلْهِمُنِيْهِ اللهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَه سَاجِدًا فَيُقَالُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ : رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ : اِنْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيْرَةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ اَرْجِعُ إِلٰى رَبِّيْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَه سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ : رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ : اِنْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا ،

৬. সহীহ বুখারি: কিতাবুল আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ : আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের নিকট ......, হাদিস নম্বর ৩১৬২।

www.nagorikpathagar.org

فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَرْجِعْ إِعُوْدُ إِلَى رَبِّيْ ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَه سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ : رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ • وَفِيْ رِوَايَةِ حَسَنُ الْبَصْرِى : ثُمَّ اَرْجِعُ إِلَى رَبِّيْ فِيْ الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَه سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ (أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ) وَلٰكِنْ وَعِزَّتِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظْمَتِيْ وَجِبْرِيَائِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ •

অর্থ: আনাস বিন মালেক রা. বলেন, মুহাম্মদ সা. আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: কিয়ামতের দিন মানুষ (সমুদ্র) তরঙ্গের মতো পরস্পর উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হতে থাকবে। তাই তারা সবাই আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নাই। বরং তোমরা ইবরাহিমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র খলিল-বন্ধু। তারা ইবরাহিমের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলেছেন। তারা তখন মূসার কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার কাছে যাও। কারণ, তিনি আল্লাহ্‌র রূহ ও কালেমা। তারা তখন ঈসার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তখন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি বলবো হ্যাঁ, এ কাজের (শাফায়াতের) জন্যেই তো আমি।

আমি তখন আমার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আর আমাকে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির এমন কিছু কথা শেখানো হবে যা এখন আমার স্মরণ নাই। আমি ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবো এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বলো, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা

www.nagorikpathagar.org

করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত করো, কবুল করা হবে।" তখন আমি বলবো : আমার প্রভু! আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে শাফায়াত গ্রহণ করুন)। বলা হবে : যাও যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনো। তখন আমি গিয়ে তাই করবো।

তারপর ফিরে আসবো এবং ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতি করবো, তারপর সাজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবেঃ হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বলো, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত করো, কবুল করা হবে।" তখন আমি বলবো, আমার প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে আমার শাফায়াত গ্রহণ করুন)। তখন আমাকে বলা হবে : যাও যাদের অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে আনো। তখন আমি গিয়ে তাই করবো।

পরে আবার ফিরে আসবো এবং উক্ত প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং সাজদায় পড়ে যাবো। তখন আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ, মাথা ওঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে এবং শাফায়াত করো, কবুল করা হবে।" তখন আমি বলবো : আমার প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে শাফায়াত গ্রহণ করুন) তখন বলা হবে : যাও যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে আনো। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করবো।

এ হাদিসের অপর বর্ণনাকারী হাসান বসরি বলেন, এ প্রসঙ্গে আনাস রা. আমাকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেন : তারপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং সাজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে : হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বলো, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা করো, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে।" তখন আমি বলবো : হে প্রভু! যারা শুধু "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (আইনদাতা, হুকুমদাতা, মুক্তিদাতা, উপাস্য এবং প্রার্থনা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী) নাই" বলে ঘোষণা দিয়েছে, আমাকে তাদের জন্যেও শাফায়াত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন : আমার

www.nagorikpathagar.org

ইয্যত, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম! যারা "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ (আইনদাতা, হুকুমদাতা, মুক্তিদাতা, উপাস্য এবং প্রার্থনা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী) নাই" ঘোষণা দিয়েছে, আমি তাদের সবাইকে দোযখ থেকে বের করবো।[৭]

১৯. শিরক করেনি এমন ঈমান থাকা পাপীরা আযাবের পর নাজাত পাবে

কুরআন মজিদ এবং বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদিস থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী ঈমানওয়ালা পাপী লোকেরা তাদের পাপের জন্যে জাহান্নামে যাবে এবং আযাব ভোগ করবে।

ঈমানের ঘোষণা দেয়া আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী এসব লোকেরা নির্দিষ্ট মেয়াদ শাস্তি ভোগ করার পর দয়াময় আল্লাহ নবীগণকে তাদের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন। ফলে তাঁরা সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ পাক নিজ অনুকম্পায় এই পাপী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর নির্দেশ দেবেন।

এ প্রসঙ্গে একদিকে যেমন কুরআন মজিদ থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, অপরদিকে এ বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে রসূলুল্লাহ সা.-এর অনেকগুলো সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফলে বিষয়টি অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ যেমন নেই, তেমনি বিন্দুমাত্র সংশয়েরও কোনো অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে আল কুরআনের পজেটিভ ইংগিত সমূহ নিম্নরূপ :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপের জন্যে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, সে তো রচনা করে নেয় এক মহাপাপ। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৪৮, ১১৬)

এই দুইটি আয়াতের মূল বক্তব্য হলো :

১. শিরকের পাপ আল্লাহ মাপ করবেন না।

২. শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।

---

৭. সহীহ মুসলিম : ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আদনা জান্নাতবাসীর মর্যাদা, হাদিস ১৯৩।

www.nagorikpathagar.org

একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, যারা শিরক করে, ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করার কারণে তারা ক্ষমা লাভ করবেনা। তাদের জন্যে শাফায়াত প্রযোজ্য হবেনা। তারা কখনো শাফায়াত লাভ করবেনা।

শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ মাফ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্যান্য পাপ তো দুই প্রকার। অর্থাৎ কবিরা গুনাহ্ এবং সগিরা গুনাহ্। তবে কি আল্লাহ্ পাক কবিরা এবং সগিরা উভয় পাপই মাফ করে দেবেন? যদি তাই হয়, তবে তো মানুষ শিরক ছাড়া অবাধে কবিরা সগিরা সব ধরণের গুনাহ্ করে বেড়াবে। কারণ মাফ পাবার গ্যারান্টি পেলে আর বাধা কিসে? কিন্তু ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপার হলো :

১. আল্লাহ্ পাক হাশর ময়দানে তাঁর আদালতে বিচারের সময় কবিরা গুনাহ্ মাফ করবেন না।

২. পৃথিবীতে যারা কবিরা গুনাহ্ করার পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আল্লাহ্ পাক তাদের কবিরা গুনাহ্ মাফ করে দেন।

৩. পৃথিবীর জীবনে যারা কবিরা গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, আল্লাহ্ পাক তাদের নেক আমলের কারণে সগিরা গুনাহ্ মুছে দেন, মাফ করে দেন।

৪. তবে কবিরা গুনাহ্ থেকে মুক্ত লোকেরা যদি কিছু সগিরা গুনাহ্ নিয়ে পরকালে উত্থিত হয়ও, আল্লাহ্ পাক নিজ গুণে এবং শাফায়াতের মাধ্যমে সেগুলো মাফ করে দেবেন।

উপরোল্লেখিত আয়াত ছাড়াও এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ •

অর্থ: আমার দাসদের আমার এ ঘোষণা জানিয়ে দাও : " হে আমার দাসেরা যারা নিজেদের প্রতি সীমালংঘন করেছো! আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ তিনি পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।" (সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৫৩)

এই আয়াতের পরবর্তী দুই আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে মানুষ দুনিয়ার জীবনে কী কী কাজ করলে আল্লাহ পাক তাদের সব গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

কুরআন মজিদে আল্লাহ পাক আরো বলেন :

www.nagorikpathagar.org

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থ: তোমাদেরকে বড় বড় যেসব পাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি সেগুলো থেকে বিরত থাকো, তাহলে আমরা তোমাদের (ছোট) পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো। (সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৩১)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

অর্থ : যারা বিরত থাকে কবিরা গুনাহ্ এবং ফাহেশা কর্ম (জিনা-ব্যভিচার) থেকে, তবে ছোট খাটো ত্রুটির কথা ভিন্ন, জেনে রাখো তোমার প্রভু অপরিসীম ক্ষমাকারী। (সূরা ৫৩ আন নজম : আয়াত ৩২)

এ ক'টি আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা কারো ফাহেশা কর্মসহ কবিরা গুনাহ্ মাফ করবেন না, যদি সে নিজেই তা মাফ পাওয়ার মতো কাজ না করে।

সুতরাং যারা কবিরা গুনাহ্ নিয়ে মারা যাবে, তারা নিশ্চিতই জাহান্নামে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেসব মুমিন শিরক করেনি, কবিরা গুনাহ্ নিয়ে মারা গেছে এবং সেই সাথে তাদের কমবেশি কিছু না কিছু নেক আমলও ছিলো, তারা কি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে?

না, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা। কারণ এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا •

অর্থ: আল্লাহ কারো প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। আর কারো কোনো পুণ্যকর্ম থাকলে, তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তার নিকট থেকে তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ৪০)

ফলে কেউ কিছুমাত্র নেক কাজ নিয়েও যদি কবিরা গুনাহ্র কারণে জাহান্নামে যায়, তবে তাকে তার সেই নেকীর ফল আল্লাহ ভোগ করাবেন- এটাই সুবিচারের দাবি। তা না হলে তার প্রতি যুলুম হয়ে যাবে। তাই সাহাবীগণ এই আয়াতটিকে কবিরা গুনাহ্র শাস্তির পর মুক্তির প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দেখুন : সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়,

www.nagorikpathagar.org

অনুচ্ছেদ : আখিরাতে মুমিনদের তাদের প্রভুর দর্শন লাভ করার প্রমাণ, হাদিস নম্বর ৩৫১। হাদিসটি সহীহ বুখারিতেও রয়েছে।

মূলত কুরআন মজিদে خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا 'তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে' বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা দেয়া হয়েছে কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে, ঈমানদার পাপীদের ব্যাপারে নয়।

তাই ঈমানদার পাপীরা যে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করবে এবং শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে মুক্তি পাবে, একথা কুরআনের সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক নয়, বরং এটা কুরআন প্রদত্ত দৃষ্টিভংগি সম্মত বক্তব্য। একথাটা অস্বীকার করাটাই বরং কুরআন এবং হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।

সকল হাদিস গ্রন্থে এ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারি এবং মুসলিমেও বিপুল সংখ্যক হাদিস এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারির তাওহীদ অধ্যায়, ঈমান অধ্যায় এবং দোয়া অধ্যায় দেখুন।

সহীহ মুসলিম-এর ঈমান অধ্যায়ে তো এ বিষয়ে আলাদা একটি অনুচ্ছেদই রয়েছে। ইমাম মুসলিম অনুচ্ছেদটির শিরোনাম দিয়েছেন :

بَابُ اِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَاِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ •

(অর্থ: শাফায়াত করার এবং আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার প্রমাণ।)

এ অনুচ্ছেদে হাদিস নম্বর ৩৫৩-৩৯২ পর্যন্ত মোট চল্লিশটি হাদিস রয়েছে।

এখানে আমরা সহীহ বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থ থেকে কয়েকটি মাত্র হাদিস উল্লেখ করছি। উল্লেখ্য, হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা সর্বসম্মত।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِه وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِه وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِه وَزْنُ ذَرَّةٍ •

অর্থ: আনাস রা. রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা, হুকুমকর্তা, ত্রাণকর্তা, উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী নাই বলে) ঘোষণা দিয়েছে এবং তার অন্তরে যদি একটি যব পরিমাণ নেকীও (অপর বর্ণনায় 'ঈমানও') থাকে, তবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ঘোষণা দেয় এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ নেকীও (অপর বর্ণনায় 'ঈমানও') থাকে, তবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ঘোষণা দেয় এবং তার অন্তরে যদি একটি অণু (Atom) পরিমাণ নেকীও (অপর বর্ণনায় 'ঈমানও') থাকে, তবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।[৮]

"আবু সায়ীদ খুদরি থেকে বর্ণিত .... তিনি বলেন: আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! পুল বা পুলসিরাত কি? তিনি বললেন : সেটা হলো, পিচ্ছিল জায়গা যার উপর লোহার হুক এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে যা নজদের সা'দান গাছের কাঁটার মতো। মু'মিনগণ এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ দোযখের আগুনে ঝলসে যাবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোনো রকমে অতিক্রম করবে। আজ তোমরা হকের দাবিতে আমার তুলনায় ততোখানি কঠোর নও, যতোখানি কঠোর সেদিন (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারগণ প্রতাপশালী আল্লাহর কাছে হবে। (আর তোমরা যে হকের দাবিতে আমার চাইতে বেশি কঠোর নও তা তো) তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন তারা (ঈমানদারগণ) দেখবে যে, তাদের ভাইদের মধ্যে তারাই শুধু নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেই সব ভাইয়েরা কোথায়? যারা আমাদের সাথে নামায পড়তো, রোযা রাখতো, নেক আমল করতো? আল্লাহ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের (দোযখ থেকে) মুক্ত করে আনো।

আল্লাহ তাদের আকৃতিকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন। তাদের কারো দু'পা ও পায়ের নলা পর্যন্ত দোযখের আগুনে ডুবে থাকবে। তারা (ঈমানদারগণ) যাদেরকে চিনতে পারবে, তাদেরকে (দোযখ থেকে) বের করে আনবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দিনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদেরকেও বের করে আনো। সুতরাং তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে মুক্ত করবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন, যাও, যাদের হৃদয়ে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে আনো। সুতরাং তারা

৮. সহীহ বুখারি : ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি, হাদিস নম্বর ৪২।

www.nagorikpathagar.org

যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে মুক্ত করে আনবে। (হাদিসের বর্ণনাকারী) আবু সায়ীদ খুদরি রা. বলেন, তোমরা যদি এ হাদিসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো তবে এর সমর্থনে কুরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করতে পারো :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا •

অর্থ: আল্লাহ কারো প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। আর কারো কোনো পুণ্যকর্ম থাকলে, তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং আল্লাহ নিজের নিকট থেকে তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন। (সূরা ৪ নিসা : আয়াত ৪০)

এভাবে নবী, ফেরেশতা এবং ঈমানদারগণ শাফায়াত করবেন। তারপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট আছে। তিনি এক মুষ্টি ভরে দোযখ থেকে একদল লোককে বের করবেন, যাদের গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখভাগে অবস্থিত 'হায়াত' নামক একটি নহরে নামানো হবে। তারা এর দু' তীরে এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে যেমন তোমরা পাথর বা গাছের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের কিনারে বীজকে দ্রুত অঙ্কুরোদগম করতে দেখো। এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা সবুজ হয় আর যেটা ছায়ায় থাকে সেটা সাদা হয়। তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। তখন তাদেরকে মোতির দানার মতো মনে হবে। তাদের গলায় সীলমোহর লাগানো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করলে বেহেশতবাসীরা বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহ্র মুক্ত করা লোক। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন অথচ (এর জন্যে) তারা আমল বা কল্যাণের কাজ করেনি। (জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে) তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা কিছু দেখছো তা তোমাদের দেয়া হলো এবং অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হলো।"[৯]

আবু সায়ীদ খুদরি রা. বর্ণিত এ হাদিসটি সহীহ মুসলিমেও উল্লেখ হয়েছে। সেখান থেকেও হাদিসের শেষাংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

"তারপর জাহান্নামের উপর 'জিসর' (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা

---

৯. সহীহ বুখারি : তাওহীদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী 'সেদিন কিছু লোকের চেহারা হবে তরতাজা......, হাদিস নম্বর ৬৯২১।

www.nagorikpathagar.org

দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল সা. 'জিসর' কি? রসূলুল্লাহ্‌ সা. বললেন : এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো। মুমিনদের কেউ এ পথ পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় নাজাত পারে। আর কেউ হবে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

রসূলুল্লাহ্‌ সা. বলেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মুমিনরা তাদের ঐসব ভাইয়ের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে। তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে, হে প্রভু! এরা তো আমাদের সাথেই নামায আদায় করতো, রোযা পালন করতো, হজ্জ করতো। তখন আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিবেন : যাও তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো। উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও তাদের মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে (তাই তাঁদেরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবেনা)। মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর পায়ের অর্ধগোড়ালি পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ভস্ম করে দিয়েছে। উদ্ধার শেষ করে মুমিনগণ বলবে, হে প্রভু! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্‌ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরো এক দলকে উদ্ধার করে এনে বলবে হে প্রভু! অনুমতি প্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ্‌ বলবেন, আবার যাও, যার অন্ত রে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমানও পাবে, তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন: আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও বের করে আনো। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা আপনি বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরি রা. বলেন, তোমরা যদি এ হাদিসের

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো, তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করতে পারো :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا •

(অর্থ: আল্লাহ্ কারো প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। আর কারো কোনো পুণ্যকর্ম থাকলে, তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তার নিকট থেকে তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন। -সূরা ৪ নিসা: আ. ৪০) এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন : ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে, নবীরা সুপারিশ করেছে এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবল আরহামুর রাহিমীন-পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন। ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে, যারা কখনো কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে উঠে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা কি বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্য দানা অঙ্কুরিত হতে দেখোনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, সেগুলো সাদা হয়ে যায়? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! মনে হয় আপনি যেনো গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন : এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতিগণ চিনতে পারবে। এরা হলো 'উতাকাউল্লাহ্' -আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তায়ালা নেক আমল ব্যতীতই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন : যাও জান্নাতে প্রবেশ করো আর যা কিছু দেখছো সবকিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে প্রভু! আপনি আমাদেরকে এতোই দিয়েছেন, যা সৃষ্ট-জগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ্ বলবেন : তোমাদের জন্যে আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কি সে উত্তম বস্তু? আল্লাহ্ বলবেন : সেটা হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবোনা।"[১০]

---

১০. সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নম্বর ৩৫১।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا اِلَّا دَارَتْ وُجُوْهُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ •

অর্থ: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তায়ালা কতিপয় মানুষকে এমতাবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যখন জাহান্নামে তাদের মুখ মন্ডলের চারপাশ ব্যতীত অন্য সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, অবশেষে তারা (আল্লাহ্র অনুগ্রহে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১]

২০. আলোচনার সারকথা

শাফায়াত, শাফায়াত সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা, সঠিক ধারণা এবং শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তির পর মুক্তি বিষয়ে এতোক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, পুরোটাই দলিল ও প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা। পুরো বক্তব্যের পক্ষে অসংখ্য যুক্তিও আছে। তবে আমরা যুক্তি পরিহার করে শুধু প্রমাণই উপস্থাপন করলাম। কারণ, যুক্তির সীমাবদ্ধতা থাকে, যুক্তি ঠিকও হয় আবার বেঠিকও হয়, যুক্তির পক্ষও থাকে বিপক্ষও থাকে এবং সবচাইতে বড় কথা হলো- যুক্তির শেষ সীমা বলে কিছু নেই।

কিন্তু মুমিনদের কাছে কুরআন সুন্নাহ্র দলিল চূড়ান্ত। কারণ, কুরআন সুন্নাহ সব বিতর্কের উর্ধ্বে। কুরআন সুন্নাহ্ সব বিতর্কের শেষ সীমা। কুরআন সুন্নাহ্র সব বিধান ও বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সীমিত, অথচ আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞানী।

এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তার সারকথা হলো :

১. শাফায়াত কুরআনে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। জাহেলি যুগের আরবরা এটি শিরকি আকিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করতো। বর্তমানকালেও মুসলিম সমাজের অনেক লোক এটিকে শিরকি আকিদার সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করে।

২. কাফির এবং শিরকে লিপ্ত পাপিষ্ঠদের জন্যে কোনো শাফায়াত নেই। নবী রসূলগণের সন্তান এবং স্ত্রী হলেও তারা রক্ষা পাবেনা।

৩. শাফায়াতের এখতিয়ার নিরংকুশভাবে আল্লাহ্র হাতে।

৪. শাফায়াতের জায়গা দুটি। প্রথমটি হলো, হাশর ময়দানে আল্লাহ্র আদালত। আর দ্বিতীয়টি হলো জাহান্নাম থেকে পাপী মুমিনদের মুক্তির জন্যে।

---

১১. সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদিস নম্বর ৩৬৮।

www.nagorikpathagar.org

৫. আল্লাহ্‌র অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া কেউই শাফায়াত করার সাহস পাবেনা, এমনকি ফেরেশতা এবং নবীগণও নয়।

৬. লোকেরা শাফায়াতের আশায় যাদেরকে অলি, পীর, গাউছ্‌, কুতুব বানিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শরিক বানায় এবং তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তারা কেউই শাফায়াত করতে পারবেনা। তাদের নিজেদের কী দশা হবে তাও তারা জানেনা। সেদিন তারা তাদের ভক্তদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

৭. জীবিত কিংবা মৃত, কোনো ব্যক্তিকে শাফায়াতের জন্যে উসিলা ধারার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। মূলত এটা শিরকের সিঁড়ি।

৮. হাশর ময়দানে মুহাম্মদ সা. শাফায়াত করবেন। তিনি শাফায়াত করবেন আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে। ফেরেশতা এবং বিনা হিসাবে জান্নাত লাভকারী মুমিনরাও শাফায়াতের অনুমতি পাবে।

৯. যারা আল্লাহভীরু, আল্লাহর অনুগত এবং যাদের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট, অথচ কিছু পাপের জন্যে তারা আঁটকে গেছে এমন লোকদের জন্যেই আল্লাহ পাক তাঁর আদালতে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন।

১০. যাদের ব্যাপারে শাফায়াত করা হবে, শাফায়াতকারীরা তাদের সম্পর্কে একেবারে সত্য, বাস্তব ও ন্যায়সংগত কথাই বলবেন, কোনো প্রকার ছল চাতুরি তাতে থাকবেনা।

১১. যারা হাশর ময়দানে কবিরা গুনাহ্‌ নিয়ে উপস্থিত হবে, তাদেরকে অবশ্যি তাদের সেই গুনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১২. কবিরা গুনাহ্‌ করা লোকেরা তাদের শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবে। জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হবে। তাদের অঙ্গার হয়ে যাওয়া দেহ পুনর্জীবিত করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

১৩. আল্লাহদ্রোহী, কাফির ও শিরক করা লোকেরা চিরকাল জাহান্নামেই পড়ে থাকবে। خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

আবদুস শহীদ নাসিম

লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন? কিভাবে?
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন : কি ও কেন ?
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
ঈমানের পরিচয়
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত ?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি: কারণ ও প্রতিকার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল সা.
ঈমান ও আমলে সালেহ্
শাফায়াত
যিকির দোয়া ইস্তিগফার
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন: সবরের পথ
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
নির্বাচনে জেতার উপায়

কিশোরদের জন্যে বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খন্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
বসন্তের দাগ (গল্প)
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

অনুদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ
এন্তেখাবে হাদীস
মহিলা ফিকহ্ ১ম ও ২য় খন্ড
ইসলাম আপনার কাছে কি চায় ?
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড (এবং অন্যান্য খন্ড)
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি
দাওয়াত ইলাল্লাহ দায়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী বিপ্লবের পথ
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
মৌলিক মানবাধিকার
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম

এছাড়া ও আরো অনেক বই

প্রাপ্তিস্থান

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬